সেল্টিক এম্পায়ার

সেল্টিক এম্পায়ার–২ সেল্টিক এম্পায়ার–৩

সেল্টিক এম্পায়ার–৪ সেল্টিক এম্পায়ার–৫

সেল্টিক এম্পায়ার–৬ সেল্টিক এম্পায়ার–৭

সেল্টিক এম্পায়ার–৮ সেল্টিক এম্পায়ার–৯

সেল্টিক এম্পায়ার–১০ সেল্টিক এম্পায়ার–১১

সেল্টিক এম্পায়ার–১২ সেল্টিক এম্পায়ার–১৩

সেল্টিক এম্পায়ার–১৪ সেল্টিক এম্পায়ার–১৫

সেল্টিক এম্পায়ার–১৬ সেল্টিক এম্পায়ার–১৭

সেল্টিক এম্পায়ার–১৮ সেল্টিক এম্পায়ার–১৯

সেল্টিক এম্পায়ার–২০ সেল্টিক এম্পায়ার–২১

সেল্টিক এম্পায়ার–২২

সেল্টিক এম্পায়ার

ক্লাইভ কাসলার

এবং

ডার্ক কাসলার

অনুবাদ
সাইমুম আখতার লিংকন
মাসুম আহমেদ আদি

সেল্টিক এম্পায়ার
ক্লাইভ কাসলার এবং ডার্ক কাসলার
অনুবাদ : সাইমুম আখতার লিংকন
মাসুম আহমেদ আদি

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০২৪

রোদেলা ৬৯০

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন

কলকাতা পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল নং ১৭ ব্লক, ২ সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৪৮/৩ জাস্টিস লাল মোহন দাস লেন,
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৫৫০.০০ টাকা মাত্র

Celtic Empire by Clive Cussler and Dirk Cussler
Translated by Saimum Akhter Linkon & Masum Ahmed Adi
First Published Ekushe Boimela 2024
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail : rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price : Tk. **550**.00 Only US $ 10.00
ISBN : 978-984-97380-6-0 Code : 690

উ ৎ স র্গ

আমার ছোট্ট সোনাকে। তোমাকে চোখের সামনে বড়ো হতে দেখার আনন্দটা তুলনাহীন। শুনেছি বাবা-মায়ের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন। অন্তরের অন্তস্থল থেকে দোয়া রইল তুমি মানুষের মতো মানুষ হয়ে গড়ে উঠ।

–সাইমুম আখতার লিংকন

অনুবাদকের কথা

একজন লেখক বা অনুবাদকের অনেক বই পড়া থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। আমারো পড়া আছে কয়েক সহস্রাধিক। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার গল্প লেখনীতে বিশ্বের প্রথম সারির যে কয়েকজন লেখকের মুন্সিয়ানা সর্বস্বীকৃত তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হচ্ছেন ক্লাইভ কাসলার। যার আমি উল্লেখ না করলেও চলে কারণ তার প্রমাণ বিশ্বব্যাপী তার ভক্ত অনুরাগীরা। তবে আমি তার ভক্ত কাহিনি, চরিত্র, এবং পটভূমির নির্বাচন এবং দৃশ্যায়নে নিখুঁতভাবে তার গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৌশলের অতুলনীয় দক্ষতার জন্য। আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ, পড়তে গিয়ে কখনই মনে হয় না যে তার গল্পকে কোথাও তিনি টেনে নিয়ে গেছেন বা বাহুল্য কোনো বর্ণনা দিয়েছেন। চরিত্র এবং কাহিনির প্রয়োজনে ঠিক যেখানে যতটুকু প্রয়োজন দক্ষতার সাথে শুধু ততটুকুই উপস্থাপন করে টানটান উত্তেজনায় পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ ভাবে টেনে নিয়ে যান কাহিনির শেষ পর্যন্ত। এটি একটা বিরল গুণ যা তার চেয়ে বেশি খ্যাতিমান কালজয়ী অনেক ঔপন্যাসিকের লেখনীতেও আমি খুঁজে পাইনি এবং আমি মনে করি অতীত এবং বর্তমানের প্রথম সারির শুধু গুটিকয়েক লেখকই কেবল এই দক্ষতার অধিকারী। এই বইটিও সেই দক্ষতার একটা অনন্য উদাহরণ। চলুন পাঠক, আমরাও ঝাঁপ দিই টানটান উত্তেজনায় ঠাসা রোমাঞ্চকর সেই অভিযানে যার উৎপত্তি হয়েছিল তিন হাজার পাঁচশ বছর আগে।

সাইমুম আখতার লিংকন

চরিত্র বিবরণী

১৩৩৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

মেরিতাতেন : মিশরীয় রাজকন্যা, ফারাওয়ের মেয়ে।
গ্যাথেলোস : মেরিতাতেনের স্বামী।
ওসারসেফ : মেরিতাতেনের সহায়তা প্রাপ্ত হাবিরু গোষ্ঠীর নেতা।
আহরুন : ওসারসেফের ভাই।

২০২০

নুমার দল

ডার্ক পিট : ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির ডিরেক্টর।
আল জিওর্দিনো : আন্ডারওয়াটার টেকনোলজির ডিরেক্টর, নুমা।
রুডি গান : ডেপুটি ডিরেক্টর, নুমা।
জেরি পোচিনস্কি : পিটের দীর্ঘদিনের সেক্রেটারি।
মাইকেল ক্রাজ : মেরিন ইঞ্জিনিয়ার আর স্যালভেজ বিশেষজ্ঞ, নুমা।
ডক্টর রডনি জেইবিগ : মেরিন আর্কিওলজিস্ট, নুমা।
সামার পিট : নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর এবং ডার্ক পিটের মেয়ে।
ডার্ক পিট জুনিয়র : নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর এবং ডার্ক পিটের ছেলে।
হিরাম ইয়েগার : কম্পিউটার রিসোর্স সেন্টার ডিরেক্টর, নুমা।
জেমস স্যানডেকার : মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং নুমার প্রাক্তন ডিরেক্টর।

কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, এবং ব্যবসায়ী

লরেন স্মিথ : ডার্ক পিটের স্ত্রী এবং কলোরাডোর সাংসদ।
সেনেটর স্ট্যানটন ব্র্যাডশ : পরিবেশ ও গণপূর্ত বিষয়ক সিনেট কমিটির চেয়ারম্যান।
ইভানা ম্যাকি : বায়োরেম গ্লোবাল লিমিটেডের সিইও।
অড্রি ম্যাকি : বায়োরেম গ্লোবাল লিমিটেডের ফিল্ড ম্যানেজার এবং ইভানা ম্যাকির মেয়ে।
র‍্যাচেল : ইভানা ম্যাকির সহযোগী।
রস : এলিস আগুইলারকে রক্ষাকারী এফবিআই এজেন্ট।
অ্যাবিগেইল ব্রাউন : অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।
গ্যাভিন : ইভানা ম্যাকির ভাড়াটে কর্মী।
আইন্সলি : ইভানা ম্যাকির ভাড়াটে কর্মী।
আইরিন : ইভানা ম্যাকির ভাড়াটে কর্মী।
রিচার্ড : ইভানা ম্যাকির ভাড়াটে কর্মী।

ইতিহাসবিদ, বিশেষজ্ঞ, এবং পেশাজীবী চিকিৎসক

এলিস আগুইলার : এল সালভাদরে আন্তর্জাতিক উন্নয়নের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংস্থার বিজ্ঞানী।
ফিল : এল সালভাদরে আন্তর্জাতিক উন্নয়নের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংস্থার বিজ্ঞানী।
রন্ডি : সালভাদোরান গ্রামে মার্কিন বিজ্ঞানীদের সহায়ক।
ডক্টর স্টিফেন নাকামুরা : মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির মহামারীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ।
ডক্টর সুসান মন্টগোমারি : এনভায়রনমেন্টাল হেলথ ল্যাবরেটরির প্রধান, রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র।
ডক্টর মাইলস পার্কিনস : ইনভারনেস রিসার্চ ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানী।
ডক্টর হ্যারিসন স্ট্যানলি : কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির মিশরীয়বিদ্যার অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর।
রিকি স্যাডলার : বায়োকেমিস্ট, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ইভানা ম্যাকির সৎ মেয়ে।
ডক্টর ফ্রাসিয়ার ম্যাকি : বায়োকেলিস্ট এবং ইভানা ম্যাকির প্রয়াত স্বামী।
আজিজ : মিশরীয় পুরাকীর্তি মন্ত্রণালয়ের এজেন্ট।
সেন্ট জুলিয়ান পার্লমুটার : সামুদ্রিক ইতিহাসবিদ এবং পিটের দীর্ঘদিনের বন্ধু।
বায়রন : রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের, ল্যাব রিসার্চ ডিরেক্টর।
ডক্টর অ্যামন ব্রফি : ডাবলিন ইউনিভার্সিটির প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন প্রধান।

অন্যান্য

মনজিৎ দত্ত : মুম্বাইয়ে অসুস্থ ছেলের বাবা।
প্রতিমা দত্ত : মুম্বাইয়ে অসুস্থ ছেলের মা।
ওজি আকমাদান : আবু সিম্বেল হোটেলের মালিক।
ফ্রায়ার থমাস : কিলার্নির ফ্রান্সিসকান ফ্রায়ারি।
ক্যাপ্টেন রন পসি : মে-ওয়েদারের ক্যাপ্টেন।
গজ : মে-ওয়েদারের সেকেন্ড অফিসার।

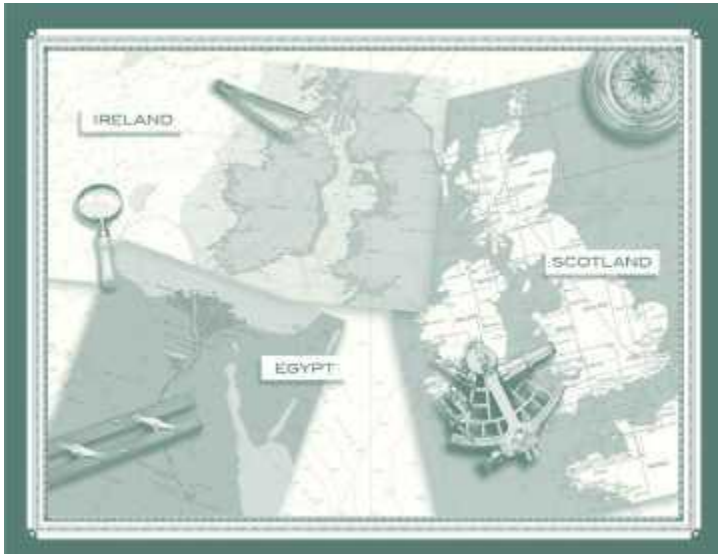
IRELAND
SCOTLAND
EGYPT

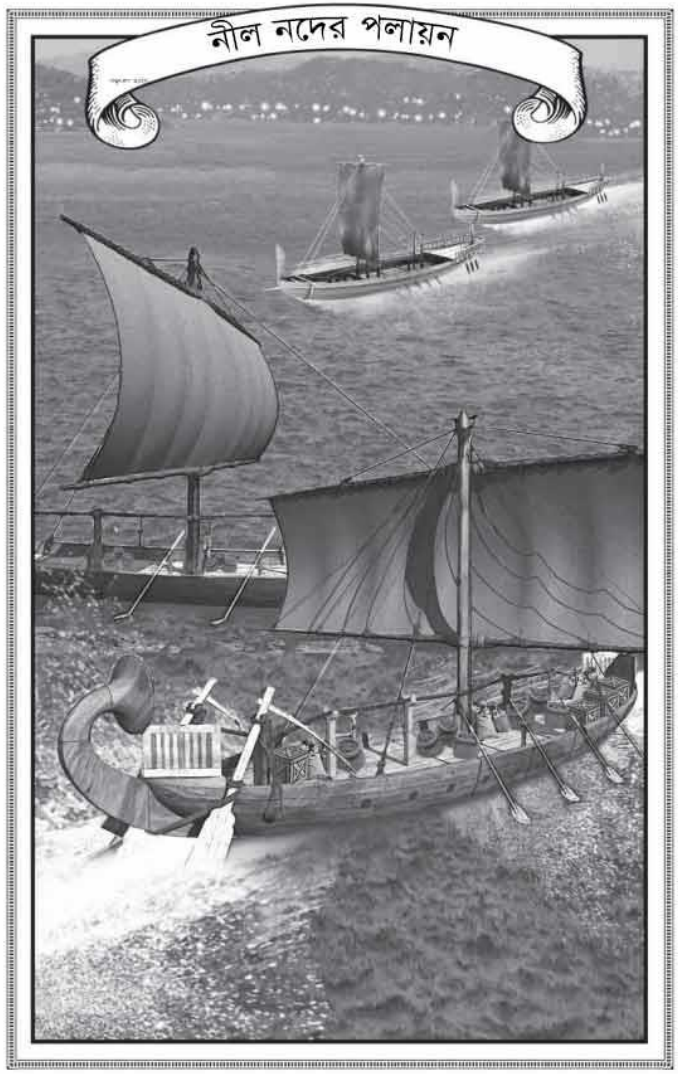
নীল নদের পলায়ন

ভূমিকা

নীল নদের পলায়ন

মেমফিস, মিশর
১৩৩৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

শহরের উপর দিয়ে কালো সংগীতের মতো বয়ে যাচ্ছে শোকের হাহাকার। যন্ত্রণায় ফেটে পড়ছে মাটির ঘরগুলো, যেন রাতের মরুভূমিতে ঘূর্ণিপাকের মতো ছড়িয়ে পড়েছে শোক। কিন্তু বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে শোকের কান্নার চেয়ে বেশি কিছু।

সেটা হলো মৃত্যুর গন্ধ।

দেশে নেমে এসেছে রহস্যময় একটা প্লেগ, যা প্রায় প্রতিটি বাড়িতে আঘাত করেছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অল্প বয়স্করা। শুধুমাত্র তারাই নয়, মৃত্যুর ভয়াল থাবা ছাড়েনি রাজ পরিবারকেও, ছিনিয়ে নিয়েছে স্বয়ং ফারাও'র প্রাণ।

আতেনের মন্দিরের ছায়ায় লুকিয়ে হট্টগোল আর গন্ধ থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করছে একজন যুবতী। মেঘ সরে যেতেই, যখন চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চরাচর, ভারী একটা সোনার মাদুলি বুকের কাছে ঘষে নড়াচড়ার শব্দ শুনল মেয়েটা। পাথুরে রাস্তায় চামড়ার জুতার মচমচ আওয়াজ কানে ঢুকল তার, ঘুরতেই দেখতে পেল মন্দিরের সামনের বারান্দা থেকে তার দিকে ছুটে আসছে কেউ।

ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল আর প্রশস্ত কাঁধের অধিকারী মানুষটা লম্বা। তার স্বামী, গ্যাথেলোস। লোকটা যুবতীর হাত আঁকড়ে ধরে তাকে টেনে তুলে তার পায়ের উপর দাঁড় করাল। রাতের গরম বাতাসে স্যাঁতসেঁতে লাগছে লোকটার চামড়া।

"নদীতে যাওয়ার পথ পরিষ্কার," নিচু স্বরে বলল লোকটা।

যুবতী তার পেছনে তাকাল। "অন্যেরা কোথায়?"

"নৌকার সুরক্ষা নিশ্চিত করছে। এসো মেরিতাতেন, আমাদের আর দেরি করা ঠিক হবে না।"

মেয়েটা তার পেছনের ছায়াগুলোর দিকে ঘুরে মাথা নাড়ল। বর্শা আর ভারী *খোপেশ* তলোয়ার সজ্জিত তিনজন লোক মন্দিরের দেয়ালের পাশ থেকে বের হয়ে এলো। সে তার স্বামীকে অনুসরণ করতেই, লোকগুলো তার চারপাশে ত্রিভুজের মত করে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিল।

গ্যাথেলোস তাদেরকে মন্দিরের প্রবেশদ্বার থেকে দূরে নিচু একটা পার্শ্ব রাস্তায় নিয়ে গেল। তাদের স্যান্ডেলের আঘাতে ধুলো উড়ছে। এত রাত হওয়া সত্ত্বেও, অনেক বাড়ির দরজা জানালার ফোকর দিয়ে তেলে জ্বলা বাতির অস্পষ্ট আভা দেখা যাচ্ছে। দলটি দ্রুত ও নিঃশব্দে সাবেক রাজধানী শহর পার হয়ে এলো।

রাস্তা মসৃণ ভাবে ঢালু হয়ে নদীর পাড়ের দিকে এগিয়ে গেছে, সেখানে ছোটো ছোটো বণিক নৌকার সারি একটা ডকে বাঁধা। তারা পাড় বরাবর এগিয়ে যেতেই, দুজন লোক ঘাসের মধ্যে থেকে উদয় হলো। তাদের লম্বা দাড়ি ধূসর এবং জরাজীর্ণ লিনেন পরিহিত।

রক্ষীরা তাদের বর্শা উঁচিয়ে সামনের দিকে লাফ দিল।

"প্রহরী! থামো!" মেরিতাতেন চিৎকার করে উঠল।

অস্ত্র সজ্জিত লোকগুলো জমে গেল।

মেরিতাতেন তাদেরকে পেরিয়ে গিয়ে ওই দুইজন লোককে অভিবাদন জানাল। "ওসারসেফ, আহরুন, তোমরা এখানে কী করছ? তোমরা চলে যাওনি কেন?"

দুজনের মধ্যে কম বয়স্ক জন সামনে এগিয়ে এলো। তার চোখে একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব রয়েছে, যদিও মুখ মলিন। "মেরিতাতেন," সে বলল, "আমরা আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে স্বাধীনতার স্বাদ নিতে পারব না। ফারাওয়ের ওপর আপনার প্রভাব তার আদেশে সহায়ক ছিল। আমরনায় তার মৃত্যুর খবর পেয়ে আমি আপনার জন্য ব্যথিত হয়েছি।"

"আমার প্রভাব বিতর্কিত ছিল," বলল মেরিতাতেন। "যে বিষয়ে প্রশ্ন করা যায় না তা হলো ফারাওয়ের উঁচু পুরোহিতরা এখন আমাদের দেশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং মিশরের উপর নিয়ে আসা দুঃখের জন্য রাজপরিবারকে দায়ী করেছে।"

"আপনি শুধুমাত্র নিপীড়িতদের জন্য সহানুভূতিশীল হবার দোষে অপরাধী।" লোকটা তার ঘাড় থেকে একটা ছাগলের চামড়ার থলে খুলে তার কাছে দিল। "আপনি নীলের দূষিত পানি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। আমি প্রার্থনা করছি এখন সময় হয়েছে আপনার নিজেকে বাঁচানোর।"

"যেখানে ফারাও দেয়নি, সেখানে তুমি মনোযোগ দিয়েছ। তোমাদের গ্যাথেলোসকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত, আমাকে নয়।" মেরিতাতেন তার স্বামীর দিকে নড করল। "সে এপিয়ামের ক্ষমতা সম্পর্কে জানে।"

ওসারসেফ ঘুরে লোকটির উদ্দেশ্যে বাউ করল। "আপনি কি আমাদের সাথে যোগ দেবেন?" সে নদীর দিকে ইশারা করল। ওপারে দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে আছে এক হাজার ক্যাম্পফায়ারের বিন্দু বিন্দু আভা।

"না," মেরিতাতেন বলল। "আমরা আমাদের ভাগ্যকে সাগরের ওপর ছেড়ে দিব।"

লোকটি নড করল, তারপর তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। "আমি আর আমার ভাই আপনাদের উপকার সর্বদা মনে রাখব। আপনার শান্তিপূর্ণ দীঘায়ু কামনা করছি।"

"এবং তোমারও, ওসারসেফ। বিদায়।"

লোক দুজন একটা ছোট্ট ভেলায় চড়ে, অন্ধকার নদীতে সেটাকে ঠেলে দিয়ে অপর পাড়ের দিকে বৈঠা বেয়ে এগিয়ে গেল।

"হয়ত তাদের সাথে আমাদের যোগ দেয়াই উচিত ছিল?" সে ফিসফিস করে বলল।

"কঠোরতা ছাড়া মরুভূমি আর কিছুই নিয়ে আসে না প্রিয়তমা," গ্যাথেলোস বলল। "আমাদের জন্য আরো অতিথিপরায়ণ ভূমি অপেক্ষা করছে। আর দেরি করা উচিত হবে না।"

সে দলটিকে নিয়ে উপকূল রেখা বরাবর চলতে শুরু করে, শহরে অবতরণকারী জাহাজগুলোর কাছ থেকে ঘুরিয়ে দূরে, নদীর নিচের দিকে ঘাসে লুকানো তিনটি নৌকার কাছে নিয়ে গেল। কাছাকাছি যেতেই সশস্ত্র রক্ষীর মুখোমুখি হলো তারা, যারা তারপর তাদেরকে একটা নৌকাতে উঠিয়ে দিতে সাহায্য করল।

নৌকা ছেড়ে দিতেই মেরিতাতেন আর গ্যাথেলোস নিঃসঙ্গ মাস্তুলের নিচের একটা বেঞ্চে বসে পড়ল। মাল্লার দল দাঁড় বেয়ে অন্য দুটি নৌকাকে অনুসরণ করে নীল নদের কেন্দ্রের দিকে সরে যাচ্ছে।

মেরিতাতেন অস্বস্তির সাথে নৌকার উপর চোখ বুলাল। এটি একশ ফুটেরও কম লম্বা এবং ডেক খোলা, সাথে ঊর্ধ্বমুখী বাঁকানো হালের দণ্ড এবং স্টার্ন রয়েছে। রসদ ভর্তি পাত্র আর ঝুড়ি আবর্জনার মতো ডেকের উপর ছড়িয়ে আছে। সৈনিকরা সারিবদ্ধভাবে গানেলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, বেশিরভাগই ছোটো বৈঠা বাইছে। অন্য নৌকাদুটি অভিজ্ঞ বণিক জাহাজ

যেগুলো অনেকবার মেডিটোরিয়ান পাড়ি দিয়েছে, এবং সমানভাবে নিচু হয়ে পানির উপর ভেসে আছে।

চারকোনা পাল আংশিকভাবে তোলা এবং দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামনে এবং পেছনে আটকানো। নৌকাগুলো স্রোতের টানে উত্তর দিকে এগিয়ে গেল। ছোটো তেলের বাতি নৌকার বো থেকে ঝুলছে, সামনের অন্ধকার পানিতে আবছা আলো প্রদান করছে। মেমফিস শহর ছেড়ে নৌকাগুলো নিঃশব্দে ভেসে চলেছে, শুধু হালে পানির চাপড় আর নদীতে বৈঠা ডুবানোর আওয়াজ ছাড়া।

বারো মাইল দূর থেকে, নৌকাগুলোতে শোরগোলের আওয়াজ ভেসে এলো। সামনে দড়ি দিয়ে বাঁধা লণ্ঠন উদয় হলো। নদীর মধ্যেখানে বাঁধা একটা জলযান।

মেরিতাতেন চোখ কুঁচকে আলোকিত জলযানটির দিকে তাকাল। নদীর দু'পার থেকেই ওটার দিকে দড়ি চলে গেছে, যেটা দিনের আলোতে ফেরী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর রাতের বেলায় পার হওয়া বণিক নৌকাগুলো থেকে কর আদায়ের স্থান হিসেবে। কিন্তু জলযানটি থেকে সতর্ক করা চিৎকারে বোঝা গেল, আজ রাতে ওরা কর আদায়ের থেকেও বেশি কিছুর জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

"লণ্ঠন নিভিয়ে ফেলো!" মাথা কামানো একজন অসভ্য লোক মেরিতাতেনের নৌকার ক্যাপ্টেনকে হাঁক দিয়ে বলে অন্য নৌকাগুলোর দিকে তাকাল।

দেরি হয়ে গেছে অনেক। তিনটা নৌকার অবস্থানই ফাঁস হয়ে গেছে। জলযানটিতে একদল তিরন্দাজ জড় হয়ে একঝাঁক তির ছুড়ে দিল।

গ্যাথেলোস মেরিতাতেনকে ডেকের সাথে চেপে ধরল। ক্রু'দের একজন চিৎকার করে তার ঘাড় আঁকড়ে ধরল, একটা তির এসে আঘাত হেনেছে ওখানে।

"নিচু হও!" দুজন রক্ষীকে পাশে দাঁড়ানো দেখে বলল গ্যাথেলোস, একটা শস্যের বস্তা ডেকের উপর দিয়ে টেনে এনে সেটা দিয়ে তার স্ত্রীকে ঢেকে দিল।

বস্তার আড়াল থেকে শুধুমাত্র লড়াইয়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে মেরিতাতেন। নৌকা তিনটি দূরের উপকূল রেখার দিকে ঘুরে, জলযানটি থেকে যতটুকু সম্ভব নিজেদের দূরত্ব বাড়াতে থাকল। প্রথম নৌকাটি জলযানটির একটা দড়ির কাছাকাছি চলে গেল, কয়েকজন সৈন্য বো থেকে ঝুঁকে তলোয়ার দিয়ে দড়ি কেটে ফেলতে গেল। কয়েকজন তিরন্দাজদের শিকার হলেও, বাকিরা প্রতিবন্ধকতা কেটে ফেলল।